যুগান্তর

তারিখ ... 09 MAR 2008
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৩.....

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতি তদন্ত করবে ইউজিসি

যুগান্তর রিপোর্ট

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তদন্ত করবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বৃহস্পতিবার যুগান্তরকে একথা জানান।

সম্প্রতি ইউসিজি সদস্য অধ্যাপক আবদুল হাকিমের নেতৃত্বে চার সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্তে। এ কমিটির বিগত উপাচার্য অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ ও সাবেক উপ-উপাচার্য অধ্যাপক জামালউদ্দিনের সময়ের অভিযোগ তদন্ত করার কথা। পরে বর্তমান ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যও বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগে জড়িয়ে পড়লে কমিটিকে সর্বশেষ অবস্থা পর্যন্ত তদন্তের অধীনে আনতে বলা হয়। ইউজিসি চেয়ারম্যান এ ব্যাপারে বলেন: কমিটি সার্বিক বিষয় তদন্ত করবে।

সূত্র জানায়, চলতি সপ্তাহের শেষদিকে তদন্ত কমিটি বরেজমিন কাজ শুরু করবে। কমিটির অপর সদস্যরা হলেন— ইউজিসি'র সদস্য অধ্যাপক তাজুল ইসলাম, অর্থ ও হিসাব বিভাগের অতিরিক্ত পরিচালক ইউনুস আলী এবং অপরজন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা।

২৬ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ওয়াকিল আহমদ ও উপ-উপাচার্য অধ্যাপক জামালউদ্দিনকে অপসারণ করা হয়। ওইদিনই ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষের ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব দেয়া হয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসানকে। নিয়োগপ্রাপ্তির পরপরই তিনি বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনের নামে নিয়োগ ও বদলির খেলা

তদন্ত : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

তদন্ত : দুর্নীতি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

অনিয়ম-দুর্নীতি ও দলীয়করণে জড়িয়ে পড়েন বলে অভিযোগ ওঠে। তার বিরুদ্ধে এনে পর্যন্ত যেসব বিষয়ে অভিযোগ উঠেছে তার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশ লঙ্ঘন করে তিনজন ডিন নিয়োগ, নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে গত আড়াই মাসে প্রায় একশ' কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে বদলি, আওয়ামী লীগ সমর্থিত হওয়ায় রেজিস্ট্রারকে বদলি ও ওই পদে ভারপ্রাপ্ত হিসেবে বিএনপি ও জামায়াতপন্থী শিক্ষক অধ্যাপক শের মোহাম্মদকে বসানো, প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ এনে প্রধান পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ ইব্রাহীমকে বরখাস্ত করলেও ওই পরীক্ষা বাতিল না করা, নানা দুর্নীতি-অনিয়মের সঙ্গে জড়িতকে ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব দেয়া, সাবেক প্রক্টর মোঃ শাহাবুদ্দিন আহমদকে বদলি করে জাল সার্টিফিকেট বিতরণে জড়িত একজনকে ওই পদে দায়িত্ব দেয়া, একটি কোর্সের প্রশ্ন পরপর তিনবার ফাঁস হওয়া, প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় জড়িতদের বিচার না করা ও তদন্ত কমিটির সাত দফা সুপারিশ বাস্তবায়ন না করা ইত্যাদি।

এসব ব্যাপারে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সব চোর। এদের বিরুদ্ধেই কাজ করতে হবে। তিনি মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে শুদ্ধি অভিযান চালাচ্ছেন। অভিযোগ প্রমাণিত হলে কাউকে ছাড় দেয়া হবে না।